সমকাল

তারিখ 11 DEC 2015
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

নকলের অভিযোগে সাজা, নবম শ্রেণীর ছাত্রীর আত্মহত্যা

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রতিদিনের মতো পরীক্ষা দিতে স্কুলে যায় মেধাবী শ্রাবণী (১৪)। গতকাল বৃহস্পতিবার ছিল তার জীববিজ্ঞান পরীক্ষা। পরীক্ষা শুরুর কিছু সময় পর শ্রাবণীর কাছে নকল পাওয়া গেছে এমন অভিযোগে পরিদর্শক স্কুলশিক্ষিকা নাসরিন সুলতানা এবং তানভিলা তাসরিন শ্রাবণীকে নিয়ে যান স্কুলের অতিরিক্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক আবদুল জব্বারের কাছে। আবদুল জব্বারের নির্দেশে শ্রাবণীকে স্কুলমাঠের মাঝে দীর্ঘ সময় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এরপর তাকে পরীক্ষা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে জানিয়ে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়। এ অপমান সহ্য করতে না পেরে বাসায় ফিরে স্কুল ড্রেস-পরিহিত অবস্থাতেই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে শ্রাবণী।

শহরের গণবিদ্যা নিকেতন স্কুলের ছাত্রী শ্রাবণী নবম শ্রেণীর বিজ্ঞান শাখার সেকেন্ড গার্ল ছিল। মেধাবী এ শিক্ষার্থী নকল করতে পারে– এ কথা তার সহপাঠী কেউ বিশ্বাসই করতে চাইছে না। এদিকে একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন তার বাবা হাবিব এবং মা সেতারা বেগম। তিনি মা ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নার্স। তারা নগর ভবনের পেছনে শহরের বংশাল এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকেন। শ্রাবণীর সহপাঠীদের বরাত দিয়ে সেতারা বেগম সাংবাদিকদের জানান, স্কুল থেকে ফিরে এসেই সে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। ঘটনার সময় তারা স্বামী-স্ত্রী বাসার বাইরে ছিলেন। প্রতিবেশীরা ঘটনা আঁচ করতে পেরে দ্রুত শ্রাবণীকে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। হাসপাতালে শ্রাবণীর বিক্ষুব্ধ সহপাঠীরা বলেন, এমন মৃত্যু কোনোভাবেই কাম্য নয়। তাদের অভিযোগ, একজন মেধাবী শিক্ষার্থীকে এভাবে অপমান-অপদস্থ করা ঠিক নয়। তারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত তিন শিক্ষকের শাস্তি দাবি করেছে।

ঘটনার ব্যাপারে জানতে গণবিদ্যা নিকেতন স্কুলের প্রধান শিক্ষক এমএ কাইয়ুমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, পরীক্ষা চলাকালে তিনি দাপ্তরিক কাজে বাইরে ছিলেন। তাই ঠিক কী ঘটেছে তা তিনি বলতে পারেননি।